খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 10 ❑ 22 May, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

দুর্নীতির বেড়াজালে শাসক গোষ্ঠীর জন প্রতিনিধি

মামলা চলাকালীনই পদত্যাগ প্রধানের

সংবাদদাতা ঃ জাল এস সি সার্টিফিকেট জমা দিয়ে প্রধান হওয়ার অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা চলছে পাঁচজন প্রাক্তন ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে। তার মধ্যেই অভিযোগের তালিকায় নাম থাকা বনগাঁ ব্লকের ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উমা ঘোষ শারীরিক অসুস্থতার কারণে পদত্যাগ করলেন। মঙ্গলবার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন বনগাঁর বিডিও কৃষ্ণেন্দু ঘোষ।

ব্লক অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৫ তারিখ তিনি শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে প্রধানের পথ থেকে অব্যহতি চেয়ে ব্লক অফিসে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। তারপরে তাকে হেয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছিল। বুধবার তিনি বনগাঁ ব্লক অফিসে উপস্থিত হয়ে তার কথা জানানোর পর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। উমা ঘোষ বলেন, আমার অসুস্থতার কারণে আমি ইস্তফা দিয়েছি। আমার এতটাই শরীর খারাপ যে, আমি পঞ্চায়েতে গিয়ে কাজ করতে পারছি না। আমি তিন মাস আগে মৌখিকভাবে জানিয়েছিলাম। দল আমাকে ছাড়তে চাইছিল না। আমি অসুস্থ, তাই পদত্যাগ করলাম। মতুয়া মহাসংঘ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের পক্ষ থেকে জাল তপশিলি শংসাপত্র তৈরি করার অভিযোগ এনে মামলা করা হয় পাঁচজনের বিরুদ্ধে। বর্তমানে হাইকোর্টে সেই মামলা চলছে। সেই পাঁচজনার তালিকায় উমা ঘোষের নাম রয়েছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়, ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উমা দাস ঘোষ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় ফর্ম ফিলাপে নিজেকে জেনারেল কাস্ট বলে জানান। পরবর্তীকালে ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচন করে উমা দেবী প্রধান হন এবং সেখানে নিজের এস সি সার্টিফিকেট জমা দেন। এই মামলা চলাকালীন প্রধানের পদত্যাগের পর এই অভিযোগকেই কারণ হিসেবে দাবি করছে রাজনৈতিক মহল। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বলেন, "আমরা যে পাঁচজনার জাল শংসা পত্র বানিয়ে জনপ্রতিনিধি হওয়ার অভিযোগ এনেছিলাম, তার মধ্যে উমা ঘোষের নাম রয়েছে। শুনেছি উনি পদত্যাগ করেছেন। যারাই জলে শংসাপত্র তৈরি করে বিভিন্ন পদে বসে আছেন, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য আমরা সচেষ্ট থাকব"। বিজেপির বনগাঁ সংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, "তৃণমূলের মমতা ঠাকুররা জাল শংসাপত্র নিয়ে যারা জনপ্রতিনিধি হয়েছে, এরকম পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে। রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে। উমা ঘোষের নাম সেই তালিকায় রয়েছে। হাইকোর্টে মামলা চলছে, কিছু বলবো না। তবে যারা জাল শংসাপত্র বানিয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের ভেতরে থাকা উচিত।

তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন , উমা ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। বার বার দলকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। সে কারণেই তাকে পদত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছে দল।

প্রসঙ্গত ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ২৩ টি আসন রয়েছে। ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল ২৩ টির মধ্যে ১৯ টিতে জয়লাভ করে। তারপর থেকেই উমা ঘোষ প্রধানের পদ সামলাচ্ছিলেন।

দলীয় পদ হারিয়ে বিস্ফোরক বনগাঁ তৃণমূলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান

সংবাদদাতা ঃ লবি বাজীর জন্য পদ পায়নি, নতুনরা চেনে টাকা! দলীয় পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় পর দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে এ ভাষাতেই সরব হলেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্যামল রায়।

দিন দুয়েক আগে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বজিৎ দাসকেই ফের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি করেছে তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব। নতুন চেয়ারম্যান করা হয়েছে রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুরকে।

এরপরই কেন তাকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শ্যামল রায়। শ্যামল বাবু দীর্ঘ দশক ধরে জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি পার্টির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিটি সাংগঠনিক জেলায় কিছু ক্ষেত্রে রদবদল হয়েছে। বর্তমান বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন পদ পেয়েছেন মমতা ঠাকুর। শ্যামল বাবুকে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় তিনি বলেন, দল যেটা ভালো মনে করেছে, করেছে। আমি দলের সঙ্গেই আছি। তৃণমূলের লবি বাজীর জন্য হয়তো পদ পাইনি। তৃণমূলের পুরোনো যারা আছে তারা দলটাকে ভালবাসে। আর নতুন যারা আছে তারা দল না, টাকাকে ভালবাসে। এভাবে চললে দল আর বেশিদিন থাকবে না।

শ্যামল রায়ের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, উনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ আছেন, আবেগপ্রবণ হয়ে হয়তো এমন কথা বলে ফেলেছে, দল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমাদের সকলের ভালোর জন্য নিয়েছে। জেলার নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন মমতা ঠাকুর বলেন, এই সিদ্ধান্ত দলের। দল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে। শ্যামল বাবু অনেক ভালো লোক। কাউকে বাদ দিয়ে কিছু করা যাবে না। ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকতেই পারে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস একসাথে কাজ করবে, সবাইকে নিয়ে কাজ করবে। যদিও এই ঘটনাকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

গ্রেফতার বাংলাদেশি যুবক

সংবাদদাতা ঃ চোরাপথে ভারতে ঢুকে সীমান্ত এলকায় ঘোরাঘুরি করছিল এক বাংলাদেশি যুবক। স্থানীয়রা সন্দেহজনক ভাবে তাকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেয়। শুক্রবার রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার আংরাইল বাজারে। গাইঘাটা থানার পুলিশ যুবককে আটক করে জানতে পারে বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ভারতে ঢুকেছে ওই যুবক। নাম মোহাম্মদ আকরান। বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকায় বাড়ি। কোন বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেনি সে। এরপর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে শনিবার সকালে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

প্রসূতিকে মারধরের অভিযোগ

আশঙ্কাজনক অবস্থায় মহিলাকে কলকাতায় রেফার

সংবাদদাতা ঃ সন্তান জন্মের পর প্রসূতি বিভাগে মহিলাকে মারধরের অভিযোগ হাসপাতালের আয়ার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সন্তান জন্মের পর মহিলাকে মারধর করে বেড থেকে ফেলে দেয় কর্তব্যরত আয়া মাসি। যে ঘটনায় নির্বিকার ছিল কর্তব্যরত নার্স। এমনই অভিযোগকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়ালো বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই মহিলাকে কলকাতায় রেফার করা হয়েছে। আহত মহিলার নাম আশালতা বিশ্বাস। বাড়ি বাগদা থানার ষোলোদাড়ি কালী মন্দির এলাকায়। এদিন উত্তেজিত প্রতিবেশী পরিজনেরা হাসপাতালে দুই এক জনকে ধাক্কাধাক্কি করে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে বাগদা থানার পুলিশ ও বাগদা পঞ্চায়েতের প্রধান এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মহিলাকে কলকাতায় রেফার করা হয়েছে।

পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, আশালতা দেবীকে বুধবার গভীর রাতে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি করা হয় বাগদা হাসপাতালে। সকালে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। অভিযোগ, মহিলা চেচামেচি করলে কর্তব্যরত আয়া মাসি তাকে মারধর করে। সে সময় বেড

তৃতীয় পাতায়...

সালিশি সভায় প্রধানের ইন্ধনে মহিলাকে মারধরের অভিযোগ

সংবাদদাতা ঃ এবার গ্রাম্য সালিশি সভাশেষে প্রধানের ইন্ধনে গৃহবধূকে মারধর করে তার ঘরে তালা দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল গোপালনগর থানার দিঘাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের নিশ্চিন্তপুর এলাকায়। আহত গৃহবধূ বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে মারধরের ঘটনায় শাস্তির দাবিতে গোপালনগর থানা ও বনগাঁর পুলিশ সুপারের দারস্থ হয়েছেন। যদিও প্রধান সুব্রত ব্যানার্জি অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ। ওই মহিলার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে পরিবারের পাশাপাশি ওই মহিলাও অভিযোগ জানিয়েছে, পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে। আহত মল্লিকা বিশ্বাসের অভিযোগ, তার স্বামী আশুতোষ বিশ্বাসের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে তার বৌদি ও কাকির। সেটা নিয়ে তার

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ১০ ❐ ২২ মে, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

করমুক্ত হবে কি করযুক্ত নাগরিক পরিষেবা

রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভা, পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিনের। স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ার সুবাদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে নাগরিকদের উপর বিভিন্ন রকম বাড়তি কর চাপিয়ে বা ইচ্ছামত কর বৃদ্ধি করে বাড়তি টাকা আদায় করছিল। নাগরিকবৃন্দ মনে মনে বিরক্ত হলেও রাজনৈতিক প্রভাবীদের ভয়ে কিছু বলতে পারছিল না। তা হলেও কিছু মানুষ সাহসে ভর করে এসবের বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছিল। সম্প্রতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কানে সেসব কথা ওঠায় বাড়তি কর আদায়ে স্থগিত-এর নির্দেশ দিয়েছেন। অবিলম্বে সমস্ত বাড়তি কর আদায় বন্ধ করতে জেলা স্তরে ও ব্লক স্তরে নির্দেশ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিছুদিন পূর্বেই বনগাঁ পৌরসভার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে নাগরিক পরিষেবা আবর্জনা সাফাই-এর জন্য প্রতিদিন হিসাবে এক টাকা করে কর ধার্য্য করেছিল, যা ছিল আমজনতার কাছে বাড়তি বোঝা। মুখে কিছু না বললেও সকলেই বিরক্ত ছিল। প্রতি মহল্লায় বা পাড়ায় যেখানে প্রতিদিন সাফাইকর্মীরা হাজির হয় না, সেখানে প্রতিদিন হিসাবে পৌরসভাকে কর দিতে হবে। এযেন বড়ই বিরক্তিকর! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের ফলে কি আবার পৌরসভার বিনামূল্যের নাগরিক পরিষেবা কর মুক্ত হবে? যদি কর মুক্ত না হয়, তাহলে তার প্রভাব পড়বে পরবর্তী ভোট যুদ্ধে— মত অভিজ্ঞ নাগরিকবৃন্দের। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর বাড়তি করমুক্তির আশায় দিন গুনছে আপামর নাগরিক বৃন্দ।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

গত সপ্তাহের পর...

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে (UDHR) স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলো মানবাধিকারের সার্বজনীনতা ও অখণ্ডতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও, ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশেষ করে, ২নং অনুচ্ছেদ-এ বর্ণিত বৈষম্যহীনতা ও সমতার নীতির প্রয়োগ বিভিন্ন দেশের আইন ও শাসনব্যবস্থায় কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এই অনুচ্ছেদে সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতাদর্শ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য কোনো অবস্থার ভিত্তিতে কোনো প্রকার বৈষম্য না করার অঙ্গীকার রয়েছে এখানে। কিন্তু স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোর অনেকেই কি নিজেদের অভ্যন্তরীণ আইন, নীতি ও সামাজিক কাঠামোতে এই নীতিকে পুরোপুরি মেনে নিয়েছিল? নাকি কূটনৈতিক চাপ বা আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য তারা কেবল আনুষ্ঠানিক সমর্থন জানিয়েছিল?

এখন আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব কীভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র UDHR-এর ২নং অনুচ্ছেদ-এর সঙ্গে নিজেদের আইন ও শাসনব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করেছিল (বা করতে ব্যর্থ হয়েছিল), এবং কীভাবে উপনিবেশবাদ, জাতিগত বিভেদ, লিঙ্গবৈষম্য ও রাজনৈতিক দমন-পীড়নের মতো বিষয়গুলো এই নীতিমালার বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করেছিল। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই মূল্যায়ন আমাদের বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকারের চ্যালেঞ্জগুলোকে বুঝতে সাহায্য করবে।

স্বাভাবিকভাবে আমরা আলোচনা সীমিত রাখব সেইসব রাষ্ট্রের মধ্যে যারা এই সনদে সাক্ষর করেছিল অথবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল।

প্রথমে আমরা যে দেশটিকে নিয়ে আলোচনা করব তার নাম গ্রেট ব্রিটেন (যুক্তরাজ্য)।

গ্রেট ব্রিটেনের কোনো একক লিখিত সংবিধান নেই। তাদের সাংবিধানিক নীতি বিভিন্ন আইন, আদালতের রায় এবং প্রথার ওপর নির্ভরশীল। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে, ১৯৯৮ সালের হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট (Human Rights Act 1998) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আইনটি ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশনকে (European Convention on Human Rights - ECHR) ব্রিটিশ আইনে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

অন্তর্ভুক্তি: হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট ১৯৯৮ এর ধারা ৬ অনুযায়ী, কোনও সরকারি কর্তৃপক্ষ এমনভাবে কাজ করতে পারবে না যা কনভেনশনে গৃহীত অধিকারের পরিপন্থী। এর মাধ্যমে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও সরাসরি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের মতো স্পষ্ট উল্লেখ নেই, তবে ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশনের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশ আইনে কার্যকর হয়েছে।

যেমন কোনও সরকারি সংস্থা যদি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের জন্য কোনও সুযোগ সীমিত

চলবে...

নিবন্ধ

নামানুষী বহুরূপী

অজয় মজুমদার

যখন একটি লোক হঠাৎ একটি ছোট বাচ্চার কাছে আসে, এবং তাদের ধরার চেষ্টা করে, তখন মুরগিটি শিকারীর সামনে গড়াগড়ি দেয়। খোঁড়া হওয়ার ভান করে। লোকটি প্রতি মুহূর্তে মনে করে যে সে তাকে ধরতে চলেছে। এবং তাই তাকে টানতে থাকে। যতক্ষণ না তার প্রতিটি সন্তানের পালানোর সময় হয়; এরপর সে বাসায় ফিরে আসে এবং বাচ্চাটিকে ডাকে।

প্রজনন : প্রজনন মূলক অনুকরণ ঘটে যখন প্রতারকের ক্রিয়া সরাসরি অনুকরণের প্রজননে সহায়তা করে। যেমন ভ্যাভিলোভিয়ান অনুকরণ বীজ জড়িত। পাখিদের মধ্যে কণ্ঠের নকল এবং ব্রুড প্যারাসাইট- হোস্ট সিস্টেমে আক্রমণাত্মক এবং বেটিসিয়ান অনুকরণ।

গিরগিটি এবং টিকটিকির একটি দল যারা আরোহনের জীবনের জন্য অত্যন্ত বিশেষায়িত, তারা দেখায় দ্রুত এবং জটিল রং পরিবর্তনের stereotypical বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনভাবে চলমান turreted চোখ, বিভক্ত হাত ও পা এই ক্রমিক সমজাতীয় উপাদানগুলির মধ্যে পার্থক্যের সাথে সিন্ডাষ্টিলি।

ক) শিকার ধরার জন্য ব্যবহৃত ব্যালিস্টি প্রজেক্টাইল জিহ্বা সহ অত্যন্ত মডিফায়েড ক্রেনিয়াম এবং একটি প্রিহেনসি (Tolley and Herrel 2014) যদিও গিরগিটির শরীরের পরিকল্পনা এই দিকগুলি ব্যাপক ভাবে পরিচিত।

জ্যাকসনের গিরগিটি (Trio Ceros Jacksonii) তিন যুক্ত গিরগিটি এর পরিবার হল- Chamaeleonidae, এই প্রজাতিটি পূর্ব আফ্রিকার স্থানীয় হাওয়াই, ফ্লরিডা এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় পরিচিত।

জ্যাকসনের গিরগিটি ১৮৯৬ সালে বেলজিয়াম ব্রিটিশ প্রাণীবিদ জর্জ অ্যালবার্ট বোলেঙ্গার- বর্ণনা করেছিলেন এই গিরগিটির তিনটি উপজাতি রয়েছে। জ্যাকসনের গিরগিটি দক্ষিণ-মধ্য কেনিয়া এবং উত্তর তানজেনিয়া ১৬০০ থেকে ২৪৪০ মিটার। জ্যাকসনের গিরগিটি পুরুষদের ক্ষেত্রে তিনটি বাদামী শিং থাকে। চোখের উপরে অরবিটাল রিজ কিছুটা সেরাটোপসিড ডাইনোসর জেনাস ট্রাইসেরাটপস- এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এদের রং সাধারণত উজ্জ্বল সবুজ হয়। কিছু স্বতন্ত্র প্রাণীদের নীল এবং হলুদে চিহ্ন থাকে। তবে সমস্ত গিরগিটির মত এটি মেজাজ, স্বাস্থ্য এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে দ্রুত রং পরিবর্তন করে। এই প্রজাতির প্রাপ্ত বয়স্ক প্রজাতির পুরুষের করাত দাঁত আকৃতির ডরসাল রিজ রয়েছে। কারো ক্রেস্ট নেই। পুরুষেরা সাধারণত মহিলাদের থেকে বেশি দিন বাঁচে।

বেশিরভাগ গিরগিটি ওভিপের হয়। তবে জ্যাকসনের গিরগিটি উচ্চভূমি প্রস্তুত হওয়ার পরই সন্তানের জন্ম দেয়। ৮ থেকে ৩০ টি জীবিত যুবক ৫- ৬ মাসের গর্ভধারণের পর জন্মগ্রহণ করে।

এই গিরগিটির জন্য উচ্চ আর্দ্রতা প্রয়োজন। সাধারণ ভাবে শীতল তাপমাত্রার খুব প্রয়োজন। অত্যাধিক তাপ, বা অত্যাধিক আর্দ্রতায় এই প্রজাতির চোখের সংক্রমণ এবং উপরের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে।

মেলারের গিরগিটি : এই প্রজাতির গিরগিটি বৃহত্তম ও প্রাণীজগতে এদের অবস্থান হল---

ডোমেন— ইউক্যারিওটা, রাজ্য— অ্যানিমেলিয়া, ফিলাম— চোরডাটা, ক্লাস— সরীসৃপ (Raptilia), আদেশ— স্কোয়ামাটা, অধস্তন— ইগুয়ানিয়া, পরিবার--- chamaeleonidae, জেনাস— Trioceros, প্রজাতি— টি.মেলেরি

আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

আমি একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দিদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "সুফল বিশ্বাসের কী হয়েছে রে! পাড়ায় স্কুলে বড়রা উনাকে নিয়ে বেশি আলোচনা করছে।"

আমার মনে হল দিদি খানিকটা হক চকিয়ে গিয়েছে। থেমে থেমে বলল, "ও আর তোর শুনে কী হবে। সুফল কলেজে পড়া একটা ছেলে। বনগাঁয় যায়, তার কাছে তো অনেক কিছুই খবর থাকতে পারে। সে কথা নিয়েই সবাই বলছে।"

আমি বুঝলাম এটা ঠিক জবাব হল না। তাই দিদিকে এই ব্যাপার নিয়ে আর উত্ত্যক্ত না করে, একদিন বিকেলে নির্মলকে জিজ্ঞাসা করলাম, " শ্যামলের মামার কী হয়েছে রে! সবাই ওনাকে নিয়ে কথা বলছে! "

নির্মল আমার দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলল , "ও তোর শুনতে হবে না। আমিও অতো কান দিইনি। তোরও জানার দরকার নেই। এটুকু শুনে রাখ, ওটা একটা খারাপ ব্যাপার। আর বিদ্যের জাহাজ না হলেও, তুমি বাপু অনেক কিছুই সহজেও বুঝে নাও, অনেক বিদ্বান মানুষও তা বুঝতে পারেনা। আর এই ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না। বোঝ-বোঝ-বোঝার চেষ্টা কর।"

আমি নির্মল বা আর কারও কাছ থেকে কোনভাবে জানার চেষ্টা করিনি। তবে জেনে গিয়েছিলাম। রাখি নামের মাঠের ধারের বিশ্বাস বাড়ির একটি মেয়ের কথা। মাধবপুর স্কুল থেকে পাশ করে মনিগ্রাম হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল এক বছর আগে। এখন দশম শ্রেণীতে উঠেছে। আর সুফল, আমাদের ক্লাসের শ্যামলের মামা মনিগ্রাম হাই স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাস করে বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে সবে ভর্তি হয়েছে। বছরখানেক ধরে মনিগ্রাম হাইস্কুলে এই দুজন ছাত্র-ছাত্রী একসাথে যাতায়াত করেছে । যাওয়া আসার পথটা খুবই নির্জন। দুজনেরই বেশ বিপদজনক বয়স। কারও পনেরো, কারও আঠেরো। দুটো বয়সকেই হেলাফেলা করা যায় না। যা হবার তাই হয়েছে। কানাঘুষা অনেক কিছুই শোনা যাচ্ছিল। রাখির মাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলতো, "তোমরা কি কিছু নিজের চোখে দেখেছ। যদি নিজের চোখে দেখবা সেই সময় বলো । আমরা ব্যবস্থা নেব।

বাইরে যা হত হত ! কিন্তু এ কী! --- মাঝে একদিন , মাঠপাড়ার বিশ্বাসদের বিরোধী গোষ্ঠী ঘোষেদের এক গৃহবধূ বাঁশ বাগানের রাস্তা ধরে ঘাটে যাচ্ছিল স্নান করতে। চোখের সামনে ওদেরকে অবৈধ অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল বাঁশ বাগানের মধ্যে। বৌ-টা ছিল লকাই ঘোষের। লকাইয়ের যোগ্য। গায়ে গতরে না হলেও, মুখের টঙ্কারে। আওয়াজ দিয়েছিল, "এই সব গু খেগোর ব্যাটা-বেটি মারানোর আর যায়গা পেলোনা। এখানে এসে মরেছে।" এই আওয়াজ বিশ্বাস পাড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। বিশ্বাসদের অবস্থা তখন উভয় সংকটে। প্রতিবাদ করতেই হয়। ঘোষ পাড়ায় গিয়ে লাফিয়েও পড়েছিল।

লকাই বিশ্বাস। বড় বেশি হুব্বা ধরনের। একটু কিছু গন্ডগোল করার সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগুপিছু চিন্তা করে না। ঝাড়ও খায় মাঝে মাঝে। একবার মাঠে দুলু মিয়ার সাথে লাগিয়ে দিলো। দুলু মিয়া ফাপড়া দিয়ে মাঠে আলুর পিলে তৈরি করছিল। পাশেই লকাইয়ের জমি। নাঙল দিচ্ছিল। ওর মনে হল দুলু তার জমির আল কেটে তার জমিতে মাটি ফেলছে। জমি দুলুর দিকে বাড়বে, জমি ভরাট হয়ে আল বড় হবে লকাইয়ের দিকে। আর যায় কোথায়! লকাই পাঁচন উচিয়ে তেড়ে যায় দুলুর দিকে। দুলু বড় কোদাল উঁচিয়ে ছুটে আসে লকাইয়ের দিকে। হুব্বা লকাই পাঁচনের এক ঘা দুলুর পিঠে বসিয়ে দিল । দুলুও কম গোঁয়ার না। কোদালের এক ঘায়ে লকাইয়ের মাথা ফাঁটে। তারপর হাসপাতাল, থানা পুলিশ হয়ে সেই গন্ডগোলের পার সমাপ্তি হয়।

সুফল- রেখার সেই কুআবস্থানের কথা প্রথমে ঘোষেদের কাছে রসাল ব্যাপার হয়ে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল। তারপর বাতাসের ফিসফাস কথা হয়ে, প্রথমে আমাদের স্কুলের বড় ছেলে মেয়েদের মধ্যে, পাড়ায় পাড়ায়, বেশ কিছুদিন ভেসে বেড়াল। এখন আর ভেসে বেড়াবার জায়গায় নেই।

চলবে...

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতি পড়ুয়াদের সংবর্ধনা গাইঘাটা ব্লকে

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্লকের সর্বোচ্চ মার্কস্ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে গাইঘাটা ব্লক প্রশাসন ও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃপক্ষ। ২২ মে ব্লকের সৃষ্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপক প্রথম তিনজন শিক্ষার্থী এবং তাঁদের পিতা-মাতা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে আমন্ত্রন জানানো হয়।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও নীলাদ্রি সরকার, জয়েন্ট বিডিও জাগ্রত চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাপী দাস, প্রাণী সম্পদ দফ্তরের কর্মাধ্যক্ষ অঞ্জনা বৈদ্য, ছিলেন ব্লকের দুই বিদ্যালয় পরিদর্শক রজত রঞ্জন ঘোষ, শুভঙ্কর বসু প্রমুখ। পরীক্ষায় ব্লকের তথা বনগ্রাম মহকুমার সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপ্ত গাইঘাটার

রামচন্দ্রপুর পল্লী মঙ্গল বিদ্যাপীঠের দৃষ্টান্ত বিশ্বাস (৬৭৫), দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ঠাকুরনগর হাই স্কুলের পড়ুয়া হত দরিদ্র পরিবারের অভীক বণিক (৬৬৬), তৃতীয় চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথির ছাত্র জয়েশ মণ্ডল (৬৬৩)।

এছাড়া মাধ্যমিকে ব্লকের সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপক চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী অস্মিতা সরকার (৪৮২), দ্বিতীয় গাইঘাটা হাই স্কুলের ছাত্র সুদীপ মণ্ডল (৪৮০) এবং চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথির পড়ুয়া সাবর্ণ মণ্ডল (৪৭২) । কৃতি শিক্ষার্থীগণকে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে শংসাপত্র, মেমেন্টো, স্কুল ব্যাগ ও গাছের চারা ইত্যাদি প্রদানে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯১৩৪২২৮৫১৩
৭০৭৬২৭১৯৫২

সালিশি সভায় প্রধানের ইন্ধনে মহিলাকে মারধরের অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

বাড়িতে গ্রাম্য সালিশি সভা হয়। তার অনুপস্থিতিতেই এই সভা হয়। সে সময় দিঘাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুব্রত ব্যানার্জি ঠিক ভাবে বিচার করছিলেন না। আমি খবর পেয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসে প্রতিবাদ জানাতেই প্রধানের ইন্ধনে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তাঁকে গালিগালাজ ও মারধর করে। শুধু তাই নয়, তাঁকে ও তার সন্তানদের বাড়ি থেকে বেরও করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে তার ভাই তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। যদিও গৃহবধূর অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দিঘারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুব্রত ব্যানার্জি বলেন, মল্লিকার স্বামী শাশুড়ি একটি পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। সে সময় আমি তাদেরকে বলেছিলাম, এই নিয়ে একটা মিটিং করা হোক গ্রামের লোকেদের নিয়ে। যে সময়ে মিটিং হওয়ার কথা তখন গিয়ে দেখি মল্লিকা বাড়িতে উপস্থিত নেই। যাকে নিয়ে মিটিং, সে ওই সময় অনুপস্থিত থাকার কারণে কোনো রকম আলোচনা সেখানে হয়নি। পরবর্তীতে লোকমুখে জানতে পারি, ওদের পরিবারের মধ্যে অশান্তি মারধর হচ্ছে। সেটা নিয়ে তারা কেউ আমার কাছে আসেনি। অতএব এখানে আমার কোন বিষয় নেই। গোটা বিষয়টা পুলিশ প্রশাসন দেখছে।

অন্যদিকে এ নিয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, এরকম কোন সালিশি সভা হয়েছে কি না, আমার জানা নেই, তবে বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখব। এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, সালিশি সভায় মহিলাকে মারধর হয়েছে। রাজ্যে যে নারী নিরাপত্তা বলে কিছু নেই, এর থেকে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে! এটাই তৃণমূলের কালচার।

প্রসূতিকে মারধরের অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

থেকে নিচে পড়ে যায় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে পরিবার পরিজনেরা ছুটে আসলে ভয়ে পালিয়ে যায় আয়া মাসি ও কর্তব্যরত নার্স। পরে ওই পরিবারের পক্ষ থেকে বাগদা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে একটি অভিযোগ জানানো হয়। এ বিষয়ে বাগদা পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জিত সরদার বলেন, চিকিৎসায় কোন গাফিলতি হয়নি। আয়া মাসি শুনেছি মারধর করেছে। বিএমও এইচ এর কাছে ওঁরা লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে। দোষী ব্যক্তির শাস্তি অবশ্যই হবে।

বারাসাতে ইচ্ছে পূরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে কৃতি সংবর্ধনা ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও জেলা সদর বারাসাতের ইচ্ছে পূরণ সংস্থা বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কৃতি সংবর্ধনার আয়োজন করে। গত ১২ মে অপরাহ্নে স্থানীয় সুভাষ

ইনস্টিটিউট হলে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যদিয়ে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে এলেকার বেশ কয়েকজন অবসর প্রাপ্ত ও কর্মরত প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা, সহ শিক্ষক শিক্ষিকাগণ ছাড়াও সংস্থার সদস্যগণের পরিবারের মানুষজন এবং কয়েকজন সরকারি আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার কর্নধার প্রণব ভৌমিক ও প্রধান শিক্ষক ড. অনুপম দে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ও কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী শিক্ষক সুব্রত দাস, সুজয় দে ও শিক্ষিকা দেবস্মিতা দত্তের, সংগীতানুষ্ঠান এবং বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী সান্ত্বনা সাহার কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। শিক্ষক প্রণব ভৌমিক ও সম্পা ভৌমিক পরিবেশিত শ্রুতি নাটক ' ভালো আছেন' উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। প্রধান শিক্ষক ড. অনুপম দে'র সঙ্গতের সাথে প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জুষা ভৌমিকের সংগীতানুষ্ঠান সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। অন্যতম সংগঠক অনুপ কুমার দেবনাথ সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় আই সি, এস, সি বোর্ডের এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৮.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে সারা ভারতে ৫ম স্থানাধিকারিনী মনিভা দে এবং আয়ুস্মান দেবনাথ (৯৮.২ শতাংশ) , ঈশান মুন্ডা (৯৩.২ শতাংশ) ও অহনা দত্ত (৯৪ শতাংশ) ছাড়াও এম, বি, বি, এস উর্ত্তীর্ণ সায়ন সরকারকেও উদ্যোক্তারা স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। নানা অনুষ্ঠান ও অগনিত শিক্ষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে ইচ্ছেপূরন আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় মিঠু দে'র মুন্সিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে।

নৃত্য শিক্ষার নতুন প্রতিষ্ঠান শিবাঞ্জলী

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর ও সংস্কৃতির পীঠস্থান গোবরডাঙার সাংস্কৃতিক জগতে গত ১১ মে মহাসমারোহে আত্মপ্রকাশ করে আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র নৃত্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান শিবাঞ্জলী নৃত্যালয়। এদিন অপরাহ্নে গোবরডাঙার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিবাঞ্জলী নৃত্যালয় যাত্রার সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও প্রশিক্ষক ভবেশ মজুমদার, প্রখ্যাত তবলিয়া শঙ্কর শীল, স্বনামখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস চ্যাটার্জী ও জীবন অধিকারী। মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পনের মধ্য দিয়ে এদিন শিবাঞ্জলীর পথ চলার শুরু হয়। উদ্যোক্তারা বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। নৃত্যের জগতে নতুন এই প্রতিষ্ঠান শিবাঞ্জলী নৃত্যালয়ের উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও প্রশিক্ষিকা রাখী বিশ্বাস ও তৃষ্ণা বিশ্বাসের মনোজ্ঞ আনন্দ ধারা নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

চাঁদপাড়ায় যুব ফেডারেশনের সম্মেলন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৮ মে ভারতের মার্কস বাদী কমিউনিস্ট পার্টির (CPIM) গণ সংগঠন ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের (DYFI) গাইঘাটা পূর্ব লোকাল কমিটির ৩য় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়ার মিলন ব্যাংকুয়েট হলে। এদিন সকালে অনুষ্ঠান গৃহ অঙ্গনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্য দানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত সম্মেলনের সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের গাইঘাটা পূর্ব লোকাল কমিটির সভাপতি সুমিত ঢালী। সম্পাদক ময়ূখ মণ্ডল সহ উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দ শহীদ বেদীতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অন্যতম সংগঠক মনিদীপা রায়, সুমিত ঢালী ও বিভাষ দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলীর নেতৃত্বে সভার কাজ শুরু হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন অন্যতম নেতৃত্ব সুমিত ঢালী। উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন।

সংগঠনের পূর্ব লোকাল কমিটির বিভিন্ন ইউনিট থেকে সদস্যগণ সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। সম্মেলনে দল ও সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিল ডিওয়াই এফ আই এর জেলা সভাপতি সফিকুল সরদার, রাজ্য কমিটির সদস্য রাতুল তরফদার, অনিমেষ মণ্ডল, ছাত্র সংগঠন এস এফ আই এর প্রতিনিধি স্বাগত সিংহ। ছিলেন দলনেতা স্বপন ঘোষ, সন্তোষ দাস, কপিল ঘোষ, প্রশান্ত দাস ও প্রবীণ সি,আই,টি, ইউ নেতা কৃষ্ণপদ চৌধুরী প্রমুখ। সংগঠনের পূর্বলোকাল কমিটির সম্পাদক ময়ূখ মণ্ডল সকলকে স্বাগত জানান, সেই সঙ্গে সকলকে পুষ্প স্তবক ও দলনেতা প্রয়াত মুখ্য মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতি প্রদান করেন। স্বাগত ভাষনে জেলা সভাপতি সফিকুল সরদার দেশ ও রাজ্যের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে দীর্ঘ ভাষণ দেন। সফিকুল বলেন, তৎকালীন বিরোধী নেত্রী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর বাধায় নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপন বন হলে আজ রাজ্যের বেকারদের এই নিদারুন হাল হত না। তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদেরকে ছাত্রদের সংগঠিত করে ঘুরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

বনগাঁয় বাতায়নিক-এর কবি প্রণাম

সংবাদাতা ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী বিগত বছরের ন্যায় এবারও মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করেন বাতায়নিক এর সদস্য সদস্যাগণ।

সম্প্রতি বনগাঁ হাই স্কুলের জগদীশচন্দ্র ইন্দ্র প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত কবি বন্দনার অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য শিক্ষার্থীরা ফুল-মালা এবং কবিরই রচিত সংগীত, নৃত্য ও কবিতায় কবিগুরুর শ্রদ্ধা জানান। প্রশিক্ষক সমর সরকারের পরিচালনায় বাতায়নিক-এর এদিনের আয়োজিত রবীন্দ্র বন্দনার অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

খিঁদে সংস্থার শিবিরে রক্ত দিলেন ৩২ জন

সংবাদদাতা ঃ চাঁদপাড়ার নবগঠিত খিঁদে সংস্থার এক ঝাঁক তরুণ তরুণী সংস্থার

তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্বেচ্ছারক্তদান, পানীয় জল দান এবং সেই সঙ্গে বস্ত্রদানের কর্মসূচী গ্রহন করে গত ২০ মে সকালে ঢাকুরিয়ায় খিঁদে সংস্থা অঙ্গনে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বালন করে দিনভর আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

এদিনের আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বারাসাত জেলা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও কর্মীগণ ৩২ জন। স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহন করেন। সেনাবাহিনীতে কর্মরত সংস্থার অন্যতম কর্ণধার তপন বিশ্বাস জানান,গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট কাটাতে তাঁদের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সংস্থার উদ্যোগে এদিন জনা পঞ্চাশ দুস্থ মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। বস্ত্রদান কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মধ্যক্ষ নিরুপম রায়।

সংস্থার অন্যতম সদস্য অয়ন্তিক বিশ্বাস জানান, চাঁদপাড়া ঠাকুরনগর সড়ক পার্শ্বস্থ তাঁদের এই কার্যালয়ের সামনে থেকে বর্ষব্যাপী জল সত্রের আয়োজন করা হয়েছে পথচলতি তৃষ্ণার্ত মানুষজনের হাতে পরিশ্রুত ঠান্ডা পানীয় জল তুলে দেওয়া হবে। এলেকার শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন খিঁদে সংস্থার তরুণ সদস্যগণের এই মহতী ও মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

রেনেসাঁসে গ্রন্থ প্রকাশ ও আলোচনা সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলা তথা রাজ্যের উল্লেখযোগ্য বহুমুখী স্বেচ্ছাসেবি বিজ্ঞান ও পরিবেশ প্রতিষ্ঠান গোবরডাঙার রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ গত ১৭ মে গ্রন্থ প্রকাশ ও এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। এদিন অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বিশাখা ঘোষ। উদ্বোধক শ্রীমত্যা ঘোষকে স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে রেনেসাঁস এর সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী।

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, অধ্যাপক বিজন নন্দী, বর্ষিয়ান শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দীপক কুমার দাঁ। সম্পাদক শিক্ষক স্বপন বাবু উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। উদ্বোধক বর্ষিয়ান শিক্ষিকা বিশাখা দেবী স্মৃতি চারনায় তাঁর শিক্ষকতা জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। শ্রীমতী ঘোষ সহ উপস্থিত বিশিষ্টজন এদিন রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট এর মুখপাত্র কুশদহ বার্তার জানুয়ারি মে ২০২৫ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।

এদিনের আলোচনা চক্রে আধুনিক গোবরডাঙা গড়ার দুই কারিগর রাধিকা রঞ্জন মজুমদার ও কুমুদ বিহারী রায়ের জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে সুন্দর বক্তব্য রাখেন বর্ষিয়ান লেখক ও গবেষক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়। স্থানীয় খাঁটুরা হাই স্কুলের প্রাক্তণ শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর জীবনের বিভিন্ন দিক, যেমন ক্লাব তৈরি করে খেলাধূলো, শরীর চর্চা, সংগীত প্রশিক্ষন 'আলো' নামক হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ, নাটক অভিনয়, রেফারিশিপ পাশ, সর্বোপরি পড়ুয়াদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে শ্রী মজুমদারের উদ্যোগ সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন। এছাড়া শিক্ষা বিস্তারে পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়-এর পরিবারের সদস্য কুমুদ বিহারী রায়ের অসামান্য ভূমিকা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক পবিত্র বাবু।

ঝড় বৃষ্টিতে ভাঙল ঘরবাড়ি, ক্ষয়ক্ষতি চাষে
ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িতে জনপ্রতিনিধিরা

সংবাদদাতা ঃ প্রায় ঘন্টাখানেকের দমকা হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টিতে কাঁচা বাড়ি ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল। সোমবার বিকালে আচমকা বৃষ্টি- ঝড়ের তান্ডবে গোপালনগর বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সনেকপুর এলাকার বেশ কিছু টিনের ও কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়ল। গাছের ডাল ভেঙে বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গেল। শিলা বৃষ্টিতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল ক্ষেতের ফসলের। ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ি গুলিতে পৌঁছে গেলেন বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সহ গোপালনগর থানার পুলিশ। সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝড় শিলা বৃষ্টির দাপটে ভেঙেছে ঘরবাড়ি। শিলাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফসলের। চাষের ক্ষেতের ধান, পাট, তিল, পেপে সহ একাধিক ফসল শিলা বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল অধিকারী নিজের ঘরে পরিবার নিয়েছিল। তখনই বটগাছ ভেঙে পড়ে তাদের ঘরের উপরে। কোনক্রমে বাচ্চা নিয়ে ঘর থেকে বের করা হয়। পরে পঞ্চায়েতের লোকজন তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করেন। মঙ্গলবার সকাল থেকে গাছ কাটার কাজ শুরু করেছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গত মানুষদের ত্রিপল ও শুকনো খাবারের

ব্যবস্থা করা হয়। বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দলনেতা হায়দার আলী মোল্লা বলেন, সোমবার বিকেলের দমকা হাওয়া, ঝোড়ো শিলা বৃষ্টিতে চাষের মাঠের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ৩০ থেকে ৩৫ টি টিনের কাচা বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। প্রচুর গাছ ভেঙে পড়েছে। তিল, পটল, কলা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিডিও সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমরা দ্রুত দুর্গতদের ত্রিপল শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করেছি। পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে দুর্গতদের ত্রিপল ও খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার। এদিন বিকেলে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িতে যান বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। দুর্গতদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।

ছবি ঃরাহুল দেবনাথ

চাঁদপাড়ায় অ্যাক্টোর রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যায় নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল চাঁদপাড়া অ্যাক্টো বিগত বৎসর গুলির মতো এবারও রবীন্দ্র ও নজরুল জন্ম জয়ন্তী উদযাপন এবং সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও নাট্যনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গত ১৮ মে সন্ধ্যায় অ্যাক্টো ভবন অঙ্গনের স্নেহলতা মঞ্চে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কবিদ্বয়ের সংগীত, কবিতা আবৃত্তি এবং কবিগনের রচিত সংগীতের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে। গোবরডাঙার শিল্পায়ন নাট্যদলের কর্নধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস চ্যাটার্জী ও তানিশা রায় এর পরিবেশনায় কবিগুরুর রক্তকরবী শ্রুতি নাটকের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্ছসিত

প্রশংসা লাভ করে। অ্যাক্টোর তরুনী সদস্যা স্বরলিপি চক্রবর্তী পরিবেশিত নাটিকা ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈ দর্শকদের মুগ্ধ করে। রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি করে শোনান প্রখ্যাত কবি ও আবৃত্তিকার গোবিন্দ কুন্ড। উদ্যোক্তারা এদিন উপস্থিত বিশিষ্টজনদের বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য নির্দেশক সুভাষ চক্রবর্তী নির্দেশিত ৫০০ তম মঞ্চায়ন অতিক্রান্ত সংস্থার দর্শক প্রশংসিত মঞ্চসফল নাটক ছাঁচ ভাঙার গান মঞ্চস্থ হয়। এদিনও নাটকটির সকল কুশীলবের উজাড় করে দেওয়া অভিনয়ে সমৃদ্ধ নাটকটি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়। অভিনয় শেষে সকল অভিনেতা অভিনেত্রী ও কলাকুশলীগণকে স্মারক উপহারে ভূষিত করা হয়। বিশেষ শুভেচ্ছা সম্মান তুলে দেন সংস্কৃতি প্রেমী আশিস দাস ও সোমা চক্রবর্তী, বিশেষ শুভেচ্ছা জানানো হয় সংস্থার তরুনী অভিনেত্রী স্বরলিপিকে।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**